আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: ফেনী

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বুলেটিন নং ১২৩	২৬ ফেব্রুয়ারি হতে ০১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (২২ ফেব্রুয়ারি হতে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	২২ ফেব্রুয়ারি	২৩ ফেব্রুয়ারি	২৪ ফেব্রুয়ারি	২৫ ফেব্রুয়ারি	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩২.৫	৩২.৩	২৮.৭	২৬.২	২৬.২-৩২.৫
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৪.৫	১৫.৫	১৭.০	১৮.২	১৪.৫-১৮.২
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	২৬.০-৯৪.০	২৪.০-৯৮.০	৫৯.০-৯৮.০	৫৮.০-৯২.০	২৪-৯৮
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৯	১.৯	১.৯	৩.৭	১.৮৫-৩.৭
মেঘের পরিমান (অক্টা)	০	২	৭	৮	০-৮
বাতাসের দিক	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
২৬ ফেব্রুয়ারি হতে ০১ মার্চ, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.৪ (০.৪)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.৮-৩২.৪
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১২.৫-১৫.২
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৩৬.০-৭৫.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.০-২.৯
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন আকাশ
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

সাধারন পরামর্শ: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার সর্বত্র রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় আবহাওয়ার উন্নতি হতে পারে। গত চারদিন জেলার আবহাওয়া প্রায় শুষ্ক ছিল এবং মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচদিন জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে।

আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় আর্দ্রতার ঘাটতি দেখা দিতে পারে। যদিও বিভিন্ন ফসল সংগ্রহ পর্যায়ে রয়েছে, তবে নতুন ফসল বপন বা ধানের চারা রোপণের ক্ষেত্রে আর্দ্রতার ঘাটতির প্রভাব পড়তে পারে। আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য সবজির জমিতে মালচিং বা সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আগামী পাঁচ দিন আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রযেছে কাজেই শোষক পোকার আক্রমণ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এ সময় রবি ফসলে প্রয়োজনীয় সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে। বিস্তারিত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক পরামর্শ নিচে দেয়া হলো:

সবজি:

- একদিন অন্তর সেচ প্রদান করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী আগাছা নিধন করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- মালচিং করুন এবং খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- আগাম বপনকৃত পেঁয়াজ/রসুনের জমিতে আন্ত:পরিচর্যা করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ১০-১৫ দিন পর পর হালকা সেচ প্রদান করুন।
- শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে পেঁয়াজে থ্রিপস পোকার আক্রমণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন।

বোরো ধান:
রিকভারি থেকে কুশি পর্যায:

- এডব্লিউডি পদ্ধতি অনুসরণ করে পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্বোফুরান গ্রুপের বালাইনাশক বৃষ্টিপাতের পর প্রয়োগ করুন।
- ব্লাস্ট ও বাদামী দাগ রোগ দেখা দিতে পারে। ব্লাস্ট দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে ব্যাভিস্টিন বৃষ্টিপাতের পর প্রয়োগ করুন।
- বাদামী দাগ রোগের আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে এডিফেনফস ৫০ ইসি মিশিয়ে বৃষ্টিপাতের পর স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বিকেলে অথবা সকাল ১০.০০ টা থেকে ১১.০০ টার মধ্যে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গম:

- ৭৫-৮০ দিন বয়স হলে তৃতীয় সেচ প্রয়োগ করুন।
- রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন ও কান্ড ছিদ্রকারী পোকা, জাব পোকা, জ্যাসিড বা ইঁদুরের আক্রমণ এবং ব্লাস্ট, পাতার মরিচা রোগ, পাতা পোড়া, পাতায় দাগ রোগ, গোড়া পচা, পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে ব্লাস্ট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে প্রতি শতকে ৬ গ্রাম হারে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি প্রয়োগ করুন।

- গমের মরিচা রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে হেক্সাকোনাজল অথবা প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে টেবুকোনাজল/কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- কাটুই পোকা নিয়ন্ত্রণে কার্বোফুরান @২০কেজি/হেক্টর অথবা প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর প্রয়োগ করুন।
- জাব পোকা নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- অল্টারনারিয়া ব্লাইট রোগের আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সরিষা:

- ৮০% ফসল পরিপক্ক হলে সংগ্রহ করে ফেলুন।
- দানা গঠন পর্যায়ে সেচ প্রয়োগ করুন।
- পড গঠন পর্যায়ে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- ফুল পর্যায়ে বালাইনাশক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় সরিষায় অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- জাব পোকা নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম ১২%+ম্যানকোজেব ৬২% প্রয়োগ করুন।
- পড বোরার এর আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত অংশ হাত দিয়ে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- পাতা পোড়া রোগ দেখা দিলে প্রতি একরের জন্য ২০০ লিটার পানিতে ১ কেজি কপার অক্সিক্লোরাইড অথবা ৮০০ গ্রাম ডায়থেন এম ৪৫ মিশিয়ে স্প্রে করুন।

মসুর:

- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- জমিতে হালকা সেচ প্রদান করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে ছত্রাকজনিত রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রনে কার্বান্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে রোভরাল ৫০ ডব্লিউপি ২% হারে পানিতে মিশিয়ে রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সকাল ৯-১০ টার মধ্যে স্প্রে করুন।
- ঢলে পড়া রোগ হলে সপ্তাহে দুইবার প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- এফিড এর আক্রমন দেখা দিতে পারে। আক্রমন প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করুন।
- পড বোরার এর আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত অংশ হাত দিয়ে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

উদ্যান ফসল:

- ৩-৪ মাস বয়সী কচি কলাগাছে সিউডোস্টেম উইভিল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ক্লোরোপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিলে আশেপাশের গাছ সহ আক্রান্ত গাছে বোর্দো মিক্সচার প্রয়োগ করুন।
- আমে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত মাত্রায় ইমিডাক্লোরোপিড প্রয়োগ করুন।
- আমে হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

- ছত্রাক আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান। টীকা প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন।
- ছাগলের ব্লিস্টার রোগ দেখা দিলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।

মৎস্য:

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন।